International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 56-66
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য: একটি পুরাতাত্ত্বিক নিরীক্ষণ

তনয়া মুখার্জ্জী
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এস.ভি.এস.জি.সি., ইউ.জি.সি.), লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সুজয়কুমার মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Undivided Medinipur is one of the most important regions of Radh Bengal. This regions has been separated into two separate district. East Medinipur and West Medinipur. Undivided Medinipur's area was much bigger than now. The Soil of West Midnipur is rough, dry and infertile. It is the land of red soil. Though the soil of this region is dry and rough but it is enriched with precious resources of folklore. The area of this district is vast and is filled with innumerous numbers of temples and religious places. We can get much significance information about these extra-ordinary terracotta temple architectures. But now a days, we cannot see these temples because of lack of preservation these has been destroyed. These terracotta temples were constructed in the Late Medieval period. Moreover these temples were built under the patronized of the Kings, landlords and rich People. Here, Chala, Ratna, Rekha, Deul styles of terracotta temples can be seen. The sensory of these temples is an overview of the terracotta temple architecture of West Bengal. These temples have a strong relationship with the local history of this area. In the front side of temples, the beautiful terracotta plaque increases the aesthetic values much more. The place of Ghatal, Daspur, Chandrakona, Pathra, Medinipur Sador etc. in West Medinipur or Paschim Medinipur is enclosed with this marvelous terracotta temple architecture. In this research paper we will vividly discourses about the terracotta architecture style, structure, ornamentation, tradition, uniqueness etc. of Paschim Medinipur district of West Bengal.

Keywords: Temple, Terracotta, Tradition, Culture, Style, Ornamentation

১. ভূমিকা: পশ্চিমবাংলা তথা রাঢ় বাংলার একটি অন্যতম জেলা মেদিনীপুর। বর্তমানে এই জেলাটি পশ্চিম মেদিনীপুর ও পূর্ব মেদিনীপুর নামে দুটি পৃথক জেলায় পরিণত হয়েছে। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার আয়তন ও পরিধি ছিল বিশাল। পশ্চিম মেদিনীপুর রুক্ষ ও শুষ্ক ও লাল মৃত্তিকার দেশ। মৃত্তিকা রুক্ষ শুষ্ক হলে কি হবে লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই জেলার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এই জেলার পরিধি যেমন বিশাল তেমনই এই জেলার নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র দেব-দেউল ও ধর্মীয় স্থাপত্য। বিভিন্ন চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণী থেকেও এই জেলার বহু প্রাচীন মন্দির-স্থাপত্য সম্পর্কে জানা যায়। তবে আজ সেই সব মন্দিরের অস্তিত্ব আর পাওয়া যায় না। অন্ত্য মধ্যযুগে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় নানান রীতির মন্দির-স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। আর এইসব অমূল্য স্থাপত্য কীর্তিগুলি তৈরি হয়েছিল তৎকালীন স্থানীয় জমিদার ও রাজাদের

পৃষ্ঠপোষকতায়। সেই সময় নির্মিত অজস্র টেরাকোটার মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন আজও দেখা যায়। এখানে চালা, রেখা, রত্ন, দেউল প্রভৃতি রীতির মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায়, যা বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের নিজস্বতাকে তুলে ধরে। আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধান ও পুরাতত্ত্বের সাথে এখানকার মন্দিরগুলির যেমন গভীর যোগ রয়েছে তেমনি মন্দিরগুলির বহিরঙ্গ সজ্জায় টেরাকোটার অলংকরণ মন্দিরগুলির নান্দনিক গুরূত্বকেও বাড়িয়ে দিয়েছে। মন্দির গাত্রে প্রতিস্থাপিত টেরাকোটার এইসব চিত্র ফলকগুলি তৎকালীন সময়ের মানুষের ধ্যান, ধারণা, শিল্প-সংস্কৃতির পরিচয়কেও বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোণা, পাথরা, মেদিনীপুর সদর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থানে এইসব মন্দিরগুলি দেখা যায়। আমাদের এই গবেষণা প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করবো পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ঐতিহ্য, রীতি, শৈলী, স্বকীয়তা, অলংকরণ, বিষয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে।

২. পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ঐতিহ্য: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেশিরভাগ মন্দিরই নির্মিত হয়েছিল মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে। এই জেলাটি যেহেতু রাঢ় বঙ্গের অন্তর্গত তাই রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের ঐতিহ্য এখানকার মন্দির-স্থাপত্যের মধ্যেও ভীষণভাবে লক্ষ্য করা যায়। সীমানাগত দিক থেকে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ দিকে এবং পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে এই জেলার অবস্থান। আর এই জেলার পাশেই রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে মেদিনীপুরের বেশ কিছুটা অংশ এক সময় ওড়িশার আওতায় ছিল। তাই ওড়িশার মন্দির-স্থাপত্যের বেশ খানিকটা প্রভাব পশ্চিম মেদিনপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের মধ্যে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রণব রায় তাঁর 'বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন:

> *"ওড়িশী ও বাংলা এই দুই শৈলীর মন্দিরের অভূতপূর্ব বিকাশ এই অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। তিন ভিন্ন সংস্কৃতি গৌড়বঙ্গীয়, ওড়িশী ও আদিবাসী সংস্কৃতির সমন্বয় মেদিনীপুর জেলার মতো বাংলার আর কোন জেলায় হয়নি। এই জেলার মন্দির শিল্পের ক্রমবিকাশে এই সংস্কৃতি সমন্বয় তাই একসময় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। জেলার উত্তর আর উত্তর-পূর্বাংশে প্রাচীন বঙ্গীয় সংস্কৃতি, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ওড়িশার আওতায় দীর্ঘকাল থাকার ফলে ঐ অঞ্চলে ওড়িশী সংস্কৃতি এবং পশ্চিমাংশের অরণ্যাণী সমাকীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় আদিবাসী সংস্কৃতি বিকাশলাভ করেছে দীর্ঘকাল ধরে। এই তিন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র মেদিনীপুর জেলায় মন্দির-শিল্পের লক্ষ্যণীয় বিকাশ ঘটেছে, পূর্বোক্ত দুটি নির্দিষ্ট্য শৈলীর মধ্যে দিয়ে।"*[১]

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যযুগে নির্মিত 'শিখর' ও 'নাগর' রীতির মন্দির-স্থাপত্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আর এই 'নাগর' রীতিরই বিবর্তিত রেখা ও ভদ্র রীতির মন্দির আমরা ওড়িশার মতো পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই। এরই পাশাপাশি বাংলার যে সব রীতির মন্দির-স্থাপত্য রয়েছে যেমন 'চালা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'রত্ন', 'দেউল' প্রভৃতি রীতির মন্দিরের উদাহরণও এই জেলার বিভিন্ন স্থানে রয়েছে।

সেই আদি মধ্যযুগ থেকেই ওড়িশার সাথে ঘনিষ্ট যোগসূত্র থাকায় ওড়িশী রীতির শিখর মন্দির এই জেলার বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠতে থাকে। পশ্চিম মেদিনীপুর ছাড়া রাঢ় বাংলার খুব কম জেলাতেই তাই এই 'খাঁটি ওড়িশী' রীতির মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। ঊনিশ শতকের শেষার্ধে এই জেলায় নির্মিত ইঁটের তৈরি বিভিন্ন রীতির মন্দিরগুলির মধ্যে প্রতিস্থাপিত নানান ধরনের কাহিনি দৃশ্যকে প্রতিস্থাপিত হতে দেখি-- যা তৎকালীন শিল্প সংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরে মন্দিরগুলির নান্দনিক মূল্যকেও বাড়িয়ে দেয়।

৩. রীতি: পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলে যে সব উপাদান সহজলভ্য সেই সব উপাদান দিয়ে সেই অঞ্চলে মন্দির নির্মিত হয়েছে। যেমন কোথাও ইঁটের কোথাও পাথরের আবার কোথাও কাঠের। আমরা বাংলাতে মূলত ইঁটের তৈরি

মন্দিরই বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করি। ডেভিড জে. ম্যাককাচ্চন তাঁর 'Late Medieval Temple of Bengal' শীর্ষক গ্রন্থে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের যে শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা হল: ঐতিহাসিক, কুঁড়েঘর, ইন্দো-ইসলামিক, ও ইউরোপীয়। পিকা ঘোষ তাঁর 'Temple to Love' শীর্ষক গ্রন্থে বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের রীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

> *"There major categorizations of Bengali temples are in popular use at present and have been absorbed into the scholarly literature. These are called Chala, Nagara (locally called rekha), and Ratna".* [২]

রাঢ় বাংলার অন্তর্গত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অন্তমধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানীয় রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাসপুর, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, পাথরা, সদর মেদিনীপুর, তমলুক, নাড়াজোল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য টেরাকোটার মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সেগুলির স্থাপত্যগত বৈচিত্র্য, নান্দনিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য যেমন সমকালীন শিল্পী কারিগরদের দক্ষতাকে তুলে ধরে তেমনি সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কেও আমরা সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলার মতোই পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে নানানা রীতির টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য আমরা দেখতে পাই। রাঢ় বঙ্গের এই জেলায় যে সব রীতির মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায় সেগুলি হল: চালা (আটচালা, চারচালা), রত্ন (একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন), দেউল, চাঁদনি, মঞ্চ ইত্যাদি। এবার নিম্নে আমরা কয়েকটি রীতির মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করবো:

চালা: চালা রীতিটি বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। রাঢ় বাংলায় এই এই চালা রীতির মন্দির শেষ মধ্যযুগে অধিক পরিমাণে নির্মিত হয়েছিল বলে গবেষক প্রণব রায় মনে করেছেন:

> *"চালার মধ্যে একটিমাত্র চালযুক্তকে 'একচাল' বা 'একচালা', দুটি চাল যুক্তকে দোচাল বা 'দোচালা' যাকে 'একবাংলা'ও বলা হয়, আবার দুটি দোচালাকে সামনে পিছনে যুক্ত করে হয় 'জোড়বাংলা'। এরপর চারদিকে চারটি চাল যুক্ত করে হয় 'চারচালা', 'চারচালার' ওপর আরও চারটি চাল বসিয়ে 'আটচালা' এবং তার ওপর আরও ক্ষুদ্রাকৃতি 'চারচালা' বসিয়ে 'বারোচালা' পর্যন্ত মন্দির দেখা যায়। এই চালা রীতির ধারণাটি এসেছে বাঙালির অতি পরিচিত খড়ের চালা থেকে"।* [৩]

চালা রীতির মন্দির সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণা জন্মায় পিকা ঘোষের মন্তব্য থেকে:

> *"Perhaps the region's most distinctive contribution to temple architecture is the Chala, a form of temple based very closely on the Bengali village hut with its thatch roof. The simplest such hut (chala) has a square or rectangular base and a bamboo skeleton in its wall, which is filled with reeds or matting and reinforced with mud. The thatched roof is also supported on a bomboo frame. This bamboo frame provides the distinctive curved upper ridge and bottom rim to the roof that is mimicked in Bengali mosques and temples".* [৪]

পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে গ্রামে গঞ্জে রাস্তার ধারে পুকুর পাড়ে চালা রীতির বিভিন্ন মন্দির দেখা যায়। যেমন ঘাটাল মহকুমার আলুই গ্রামের আটচালা শিব মন্দির, ঘাটাল কোন্নগরের সিংহবাহিনীর মন্দির, শহর চন্দ্রকোণার লালজীউর আটচালা মন্দির, রঘুনাথপুরের গোস্বামীদের আটচালা মন্দির, জয়ন্তীপুরের গঙ্গাধর শিবের

আটচালা মন্দির, দাসপুর থানার অর্ন্তগত চাঁইপাট গ্রামের রাধাগোবিন্দের আটচালা মন্দির, সোনাখালি গ্রামের পঞ্চানন্দের আটচালা মন্দির, পাথরা গ্রামের শীতলার আটচালা মন্দির ইত্যাদি **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং:১)**।

রত্ন: বাংলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের আর একটি রীতি হল রত্ন। রত্ন রীতির মন্দির সম্পর্কে পিকা ঘোষ তাঁর 'Temple to Love' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন:

> *"Conversely, this word ratna does not appear to have been used for monuments that do not take the two-storied form, such usage suggests that the term was likely used to differentiate these two storied form. Such usage suggests that the term was likely used to differentiate these two storied temples from the Chala and curvilinear-spired Nagara at the time of their construction".* [৫]

পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্যান্য রীতির মন্দির-স্থাপত্যের চেয়ে রত্ন রীতির মন্দির-স্থাপত্য বেশি পরিমাণে দেখা যায়, যা এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের রীতিকে অনন্যতা দান করেছে। চালা বা চাঁদনি আকৃতির মন্দিরের ছাদে ছোট ছোট আকারের চূড়া বসিয়ে এই রত্ন মন্দির নির্মিত হয়। এই রত্ন মন্দিরের আবার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে, যেমন- একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদরত্ন, পঞ্চদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একবিংশতিরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন প্রভৃতি। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে এই রত্ন মন্দিরের প্রায় সব কটি ভাগই কম বেশিভাবে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে বাংলায় এই রত্ন রীতির মন্দিরের আর্বিভাব হয়। চালা রীতির মন্দিরে বা সমতল ছাদ যুক্ত মন্দিরের দালানের ওপর এক, সাত, নয়, পনেরো, পঁচিশ প্রভৃতি রত্ন বা খাঁজ যুক্ত দেউল বসিয়ে এই রীতির মন্দির নির্মাণ করা হয়। রত্ন মন্দিরের উদ্ভব প্রসঙ্গে প্রণব রায় মন্তব্য করেছেন:

> *"প্রাক মুসলিম যুগের শিখর দেউল মন্দির নির্মাণধারা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও তার পরিবর্তে ওড়িশা থেকে আগত 'রেখ'দেউলের অনুকরণে ছোট ছোট দেউল নির্মিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে সেগুলিতে চালার ভাব অনেকটা এসে গিয়েছিল এই সরলীকৃত রেখ দেউলগুলির উপরিভাগের দেওয়ালে সমান্তরাল খাঁজ ধাপে ধাপে তৈরি করে প্রাচীন পিঢ়ার অনুকরণেও করা হয় এবং এই ধরণের রত্ন দেউলেও বসানো হয়, আবার সম্পূর্ণ এই ধরনের দেউলও বহু স্থানে লক্ষ্য করা যায়"।*[৬]

পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যকে অনন্যতা ও স্বকীয়তা দান করেছে এই রত্ন রীতির মন্দির-স্থাপত্যগুলি। ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোণা, ঝাড়গ্রাম, খড়গপুর, শহর মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে রত্ন শৈলীর প্রচুর মন্দির আমরা দেখতে পাই, তার কয়েকটির দৃষ্টান্ত নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা:

একরত্ন: এই জেলার উল্লেখযোগ্য একরত্ন রীতির মন্দিরগুলি হল: দাসপুর থানার রাধাকান্তপুরের গোপীনাথের একরত্ন মন্দির, দাসপুর গ্রামের রাধাকৃষ্ণের মন্দির, গড়বেতায় সুকুলদের একরত্ন মন্দির ইত্যাদি **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ২)**।

পঞ্চরত্ন: ঝাড়গ্রাম মহকুমার জাম্বনী থানার অর্ন্তগত চিলকিগড়ের পঞ্চরত্ন মন্দির, পিংলা থানার জনচক গ্রামের ভট্টাচার্যদের রামচন্দ্রের পঞ্চরত্ন মন্দির, শহর মেদিনীপুর এলাকার মহল্লা বল্লভপুরের পঞ্চরত্ন মন্দির, ঘাটাল থানার ঈশ্বরপুর গ্রামের ঘোষেদের পঞ্চরত্ন, চন্দ্রকোণার ইলামবাজারের রাধাগোবিন্দের মন্দির, জয়ন্তীপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির, দাসপুর থানার খোরদা বিষ্ণুপুর গ্রামের রায়েদের মন্দির, গোবিন্দনগরের গোবিন্দজীউর মন্দির ইত্যাদি হল পশ্চিম মেদিনীপুরের পঞ্চরীতির মন্দিরের উদাহরণ। **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ৩)**।

নবরত্ন: পশ্চিম মেদিনীপুরে যে সব নবরত্ন রীতির মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির উদাহরণ হল: দাসপুরের রাণাপুর গ্রামের নবরত্ন মন্দির, চন্দ্রকোণা পৌরসভার মিত্রসেনপুরের শক্তিনাথ শিব মন্দির, ঘাটাল থানার হরিণাগোড়িয়া গ্রামের রঘুনাথের মন্দির ও বিশ্বেশ্বরের মন্দির, আলুই গ্রামের দামোদরের মন্দির,

খড়গপুরের বড়চমকা গ্রামের নাগেদের শ্রীধরজীউর মন্দির, কেশপুর থানার বাগরুই গ্রামের মাইতিদের লক্ষী বরাহের মন্দির ইত্যাদি **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ৪)**।

সপ্তদশরত্ন: এই জেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সপ্তদশরত্ন রীতির মন্দির হল: তমলুকের মহিষাদলের সতেরো চূড়ার মন্দির, চন্দ্রকোণার পার্বতী নাথের মন্দির ইত্যাদি।

পঞ্চবিংশতিরত্ন: এখানকার পঞ্চবিংশতিরত্ন রীতির মন্দিরগুলি হল- নাড়াজোলের পঁচিশ চূড়া মন্দির, শহর মেদিনীপুরের পঁচিশ চূড়া মন্দির ইত্যাদি।

মঞ্চ: রাসমঞ্চকে মন্দির না বলে স্টেজ বা মঞ্চ বলাই যুক্তিসঙ্গত। বেশিরভাগ রাসমঞ্চই অষ্টকোণাকৃতি ছাদের ওপর আর একটি অষ্টকোণাকৃতি ছাদের ক্ষেত্র নির্মাণ করে তৈরি করা হয়। কোন কোন রাসমঞ্চের ছাদ থাকে আবার কোন কোন রাসমঞ্চের ছাদ থাকে না। বেশির ভাগ রাসমঞ্চের ছাদের নিচের যে গম্বুজাকৃতি অংশটি থাকে তা ইসলামীয় স্থাপত্যকে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়। তবে বাংলার প্রায় সব রাসমঞ্চের ভেতরের দেওয়ালে কুলুঙ্গি দেখা যায়। রাসমঞ্চে মূলত রাধা কৃষ্ণকে ঝুলন উৎসবের সময় সাজিয়ে-গুজিয়ে ভক্তদের দর্শনার্থে নিয়ে আসা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরে চালা বা রত্ন মন্দিরের তুলনায় মঞ্চ রীতির মন্দিরের সংখ্যা অনেকটাই কম। যেমন দাসপুরের বালিতোড়া গ্রামের শ্রীধরজীউর রাসমঞ্চ। ঘাটাল থানার শীতলপুরে একটি পরিত্যক্ত নবরত্নের পাশে একটি রাসমঞ্চ দেখা যায়।

এই মঞ্চ রীতির মন্দিরের আর একটি ধরণ হল তুলসী মঞ্চ। এই জেলার কয়েকটি স্থানে আমরা তুলসী মঞ্চের সন্ধান পাই, যেমন ঘাটাল থানার গম্ভীরনগরের দে পরিবারের তুলসীমঞ্চ, চন্দ্রকোণার ইলামবাজারের তুলসীমঞ্চ ইত্যাদি।

চিত্র নং-১ চালা রীতির শিব মন্দির

চিত্র নং-২ গোপীনাথের একরত্ন

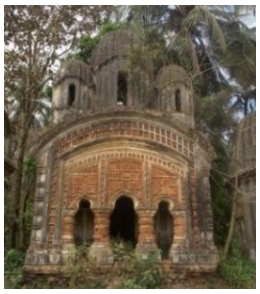

চিত্র নং-৩ গোবিন্দজীউর মন্দির

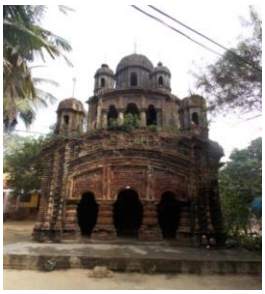

চিত্র নং-৪ রঘুনাথের মন্দির

পশ্চিম মেদিনীপুরে টেরাকোটা মন্দিরের তুলনায় পাথরের মন্দির নগন্য। এই জেলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানান রীতির ও আকৃতির মন্দির। সেগুলি সম্পর্কে আমরা পুর্বেই আলোচনা করেছি, এবার একটি সারণীর সাহায্যে এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের কয়েকটি দিক নিয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হল:

মন্দিরের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	অবস্থান	রীতি	অলংকরণ শৈলী
ঘাটাল কোন্নগরের সিংঘবাহিনীর মন্দির	১৪৯০ বঙ্গাব্দ	দক্ষিণমুখী	আটচালা	ফুল-লতা-পাতা, সমাজচিত্র
দাসপুর থানার রাধাকান্তপুরের গোপীনাথের মন্দির	১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ	পুর্বমুখী	একরত্ন	সমাজচিত্র, পৌরাণিক দৃশ্য
পিংলা থানার জনচক গ্রামের রামচন্দ্রের মন্দির	১২২৪ বঙ্গাব্দ	দক্ষিণমুখী	পঞ্চরত্ন	পৌরাণিক কাহিনি, সমাজ চিত্র
চন্দ্রকোণার মিত্রসেন পুরের শক্তিনাথশিব মন্দির	১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ	দক্ষিণমুখী	নবরত্ন	পৌরাণিক কাহিনি, সমাজ চিত্র
চন্দ্রকোণার পার্বতী নাথের মন্দির	১৩২৭ বঙ্গাব্দ	পশ্চিমমুখী	সপ্তদশরত্ন	পৌরাণিক কাহিনি, সমাজ চিত্র
নাড়াজোলের পঁচিশ চূড়া মন্দির	১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ	দক্ষিণমুখী	পঞ্চবিংশতিরত্ন	পরিতক্ত্য কোন টেরাকোটার ফলক নেই
দাসপুরের বালিতোড়া গ্রামের শ্রীধরজীজর মন্দির	১৬৫৩ বঙ্গাব্দ	দক্ষিণমুখী	রাসমঞ্চ	পরিতক্ত্য কোন টেরাকোটার ফলক নেই
সদর মেদিনীপুর থানার পাথরা গ্রামের বাঁড়ুয্যেদের চারটি শিব মন্দির	১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দ	পুর্বমুখী	পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন	পৌরাণিক কাহিনি, সমাজ চিত্র

৪. অলংকরণ শৈলী: পশ্চিম মেদিনীপুরে নানান আকৃতিতে গঠিত যে সব টেরাকোটার মন্দির রয়েছে তার অলংকরণ শৈলী অভিনব ও অনন্য। এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে আমরা পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি ঘটনা সম্বলিত ফলক প্রতিস্থাপিত হত দেখি। আর এইসব মন্দির-স্থাপত্যগুলি নির্মাণ করেছিলেন যেসব শিল্পীরা তারা মূলত দাসপুর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। শিল্পীদের দক্ষতা ও পারদর্শীতা কতটা ছিল তা এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণ শৈলী দেখলেই বোঝা যায়। অনেক হিসাব নিকাশ করে প্রতিটি ফলককে প্রতিস্থাপন করেছেন শিল্পীরা। স্থাপত্যের খাঁজে খাঁজে প্রয়োজন মতো ছোট বড়ো নানা আকারের ফলকের ব্যবহার করেছেন শিল্পীরা। ছোট, বড়ো, লম্বাটে, চৌকোণা প্রভৃতি ধরনের ফলকের ব্যবহার করে মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীরা বিভিন্ন-ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনিগুলিকে দর্শকদের সামনে দৃশ্যায়িত করেছেন, যেমন-কোন কোন স্থানে লম্বা প্যানেলে এক একটা ফলকে এক একটা চরিত্রকে দেখানো হয়েছে। আবার কোন কোন স্থানে মন্দিরের পার্শ্বের প্যানেলে বা মন্দিরে প্রবেশের সম্মুখভাগের ওপরের অংশে লম্বা লাইন করে তিনটি বা চারটি বড়ো আকারের ফলকে কাহিনিগুলিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেসব ধরনের কাহিনি বা ঘটনার সমাহার এখানকার মন্দির-স্থাপত্যে দেখা যায় সেগুলির অলংকরণ মন্দিরের কোন নির্দিষ্ট স্থানে হয়নি অর্থাৎ এক এক

ঘটনার সমাহার এক এক জায়গার চিত্র-ফলকে শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন। পৌরাণিক ঘটনার ফলকগুলিকে আমরা মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ওপরের অংশে দেখতে পাই। সামাজিক ঘটনার দৃশ্য সম্বলিত ফলকগুলিকে সাধারণত আমরা মন্দিরের পার্শ্ব গাত্রের প্যানেলগুলিতে অধিক মাত্রায় দেখতে পাই। আবার কোন কোন মন্দিরের একেবারে নিচের অংশে এই ফলকগুলির আধিক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত ফলকগুলিকে আমরা মন্দিরের পার্শ্ব গাত্রের দুই প্যানেলে লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে দেখতে পাই।

ফলকগুলির চারধারে মূলত উদ্ভিদজগৎকেন্দ্রিক ফুল, লতা-পাতার মোটিফ এবং জ্যামিতিক নকশার বর্ডার যেমন- ত্রিভূজ, চর্তুভূজ ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া বাইরের দিকের দুপাশ দিয়ে রৈখিক আকারে কোন জায়গায় দুটো আবার কোন জায়গায় তিনটে লাইন বিশিষ্ট্য ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নকশার মোটিফ দেখা যায়। আবার দেওয়াল গাত্রে প্রতিস্থাপিত ফলকের ভেতর ও মূর্তির চারধারেও উদ্ভিদজগৎ- কেন্দ্রিক মোটিফ দেখা যায়। যে ভিত্তিভূমি (Platform) এর ওপর মূর্তিগুলি অবস্থান করে তার নিচের অংশেও ফুল, লতা-পাতার মোটিফ দেখা যায়। আবার কোন কোন মন্দিরে থামের (Pillar) গায়েও ফলক দেখা যায়, যা মন্দিরের শোভা বর্ধনে সহায়তা করেছে।

৫. অলংকরণের বিষয়: পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভরা পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে আমরা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি ঘটনার প্রতিফলন দেখতে পাই। এর থেকে আমরা তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়। রাঢ় বঙ্গের এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে শুধুমাত্র ভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না এর সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন শিল্পী কারিগর ও মন্দির প্রতিষ্ঠাকারিদের রুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এবার নিম্নে আমরা পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণের বিষয়গুলি প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

৫.১ পৌরাণিক আখ্যান: পশ্চিম বাংলার প্রতিটি জেলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে পৌরাণিক আখ্যানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরও এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম নয়। এই জেলার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংরকণে যেসব পৌরাণিক আখ্যানগুলি স্থান করে নিয়েছে সেগুলি হল— রামায়ণের কাহিনি, কৃষ্ণলীলার কাহিনি, দশাবতারের কাহিনি এবং নানান পৌরাণিক দেব-দেবী প্রভৃতি।
এখন আমরা আলোচনা করবো পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে রামায়ণের কাহিনি প্রসঙ্গে। বাংলা তথা রাঢ় বাংলার প্রতিটি অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে অতি মাত্রায় স্থান করে নিয়েছে এই রামায়ণের কাহিনি। যেমন ঘাটাল থানার চাউলি গ্রামের শ্রীধরের মন্দিরটির সমনের অংশে রয়েছে দশানন রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধের ফলক, রাবণের সীতা হরণ, আশোক বনে সীতা ও হনুমান ইত্যাদি। চন্দ্রকোণায় রাধা দামোদরের মন্দিরে রাম-রাবণের যুদ্ধ, হনুমান কতৃক সেতু বন্ধনের দৃশ্য ইত্যাদির ফলক দেখা যায়। দাসপুরের খোরদা বিষ্ণুপুর গ্রামে রায়েদের পঞ্চরত্ন মন্দিরের সামনের অংশে রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্য ফলকে দেখা যায়। আবার দাসপুর থানার ডিহিবলিহারপুর গ্রামের রাধা গোবিন্দের পঞ্চরত্ন রীতির মন্দিরটির সামনের অংশের দ্বিতীয় সারির ফলকে রয়েছে দশানন রাবণ ও তার রাক্ষস সেনার সঙ্গে রাম লক্ষণ ও হনুমান সেনার যুদ্ধ, রাবণের সীতাকে হরণ করে আকাশ পথে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ইত্যাদি। তমলুকের মন্দিরগুলিতে রয়েছে রামের হরধণু ভঙ্গ, রাম ও তার ভাইদের বিবাহ, রামের রাজা হওয়া ইত্যাদির ফলক। পাঁশকুড়ার লস্কর দিঘীর রঘুনাথের নবরত্ন মন্দিরে রয়েছে রামের রাজ্যত্যাগ, সীতা হরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধের ফলক ইত্যাদি এইভাবে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন মন্দিরে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি চিত্রের দৃশ্য-ফলক অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ৫)**।

এবারে আলোচনা করা যাক এখানকার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক দৃশ্য-ফলকের প্রসঙ্গে। এখানকার টেরাকোটা মন্দিরগুলির অলংকরণে কৃষ্ণলীলার যেসব কাহিনিগুলি দেখা যায়

সেগুলি হল, ঘাটালের ঈশ্বরপুরের ঘোষেদের শ্রীধরের মন্দিরে রয়েছে কৃষ্ণ-বলরাম, চাউলি গ্রামের শ্রীধরের মন্দিরে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে যৌবন পর্যন্ত নানা লীলা কাহিনি **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ৬)**। দলপতিপুরের রাধা দামোদরের মন্দিরে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণ, যশোদার দধিমন্থন, গোপীদের বস্ত্রহরণ ইত্যাদি। চন্দ্রকোণায় শক্তিনাথ জীউর মন্দিরেও রয়েছে কৃষ্ণের বাল্যলীলার বিভিন্ন দৃশ্য। দাসপুরের গোবিন্দনগরের গোস্বামীদের রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে রয়েছে সখী সহ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা, রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা, বলরামের কৃষ্ণ প্রভৃতি ফলক। পাথরা গ্রামের মন্দিরগুলিতে দেখা যায় কৃষ্ণের জন্মের আগে কারাগারে বাসুদেবের শ্রীকৃষ্ণেকে দর্শন, কংশের মায়া নিদ্রা, বাসুদেবের মাথায় করে নন্দের গৃহে শিশু অদল-বদল, কৃষ্ণের মাতৃ দুগ্ধ পান ইত্যাদির দৃশ্য-ফলক।

এছাড়া পশ্চিম মেদিমীপুরের বিভিন্ন টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে পৌরাণিক দেব-দেবীর দৃশ্য-ফলক দেখা যায়। এই জেলার দাসপুর, পাথরা, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, শহর মেদিনীপুর, পাঁশকুড়া, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরে আমরা শিব, দুর্গা, স্বপরিবারে দুর্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, সরস্বতী, দশাবতার, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির চিত্র-ফলক দেখতে পাই।

৫.২ ঐতিহাসিক কাহিনি: পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে ঐতিহাসিক ঘটনার দৃশ্য-ফলকগুলি স্থান করে নিয়েছে। এইসব দৃশ্য ফলকগুলি হল-ভারতীয় সৈন্য, গাদা বন্দুক হাতে ইংরেজ সৈন্য, তীরন্দাজ, হাতি ও ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধবাজ, ঢাল তলোয়ার হাতে সেনাদের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি। দাসপুরের রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরের সামনের অংশের নীচের দিকে রয়েছে ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য ফলক। আবার দাসপুরের রাধাকান্তপুরের গোপীনাথের মন্দিরের সামনের অংশের পিলারের গায়ে রয়েছে যুদ্ধযাত্রার নানান দৃশ্য ফলক যেমন—জলপথে সৈনিকদের নৌকা করে যুদ্ধের দৃশ্য, রথে করে যুদ্ধ যাত্রা, হাতি ও ঘোড়ার পিঠে করে যুদ্ধ যাত্রা ইত্যাদি, এছাড়া ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, পাঁশকুড়া, শহর মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির-স্থাপত্যেও আমরা নানান ঐতিহাসিক ঘটনার দৃশ্য দেখতে পাই, যেমন-তীরন্দাজ, ঢাল তলোয়ার হাতে সৈন্য সামন্ত, জলদস্যুদের নৌকা করে ঢাল তলোয়ার হাতে যুদ্ধ করতে যাওযায় দৃশ্য, বন্দুক হাতে ইংরেজ সৈন্য ইত্যাদি **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ৭)**।

৫.৩ সমাজ চিত্র: পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রায় সব অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণের সমাজজীবনের নানান দৃশ্য নিঁখুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সমকালীন মন্দির নির্মাণকারী কারিগরেরা। এখানকার মন্দির-স্থাপত্যের অলংকরণে প্রাত্যহিক জীবনের নানান খুঁটিনাটি ঘটনা থেকে শুরু করে শিকার যাত্রা, অবসর বিনোদন প্রভৃতি কোন ঘটনায় বাদ পড়েনি। এখানকার টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যে যেসব সমাজ দৃশ্য দেখা যায় সেগুলি হল—শিকার যাত্রার দৃশ্য, মা তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আছে, বিদেশী রমণী, নরনারীর প্রণয় দৃশ্য প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে নারী-পুরুষের নাচ গানের দৃশ্য, পুরুষদের শরীরচর্চা, একদল ঋষির যজ্ঞ করার দৃশ্য, বাতায়নবর্তিনী রমণী, রমণীদের রান্না করার দৃশ্য, ঘাঘড়া ও শাড়ি পরিহিত বিভিন্ন প্রদেশের রমণীদের দৃশ্য-ফলক। কীর্ত্তনের দৃশ্য, রাজা-রাণী, জমিদারদের হুঁকো সেবন ইত্যাদি **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ৮)**।

৬.স্বকীয়তা: পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের যে সব স্বকীয়তার দিকগুলি রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে নিম্নে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

প্রথমত: এখানে আটচালা ও রত্ন রীতির মন্দির অন্যান্য রীতির মন্দিরের তুলনায় একটু বেশি পরিমাণে লক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়ত: এখানকার বেশিরভাগ মন্দিরই ব্যাক্তিগত সম্পত্তি, খুব কম সংখ্যাই মন্দির সরকারের অধীনে রয়েছে।

তৃতীয়ত: মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় মানুষেরা সেরকম কোন তথ্য দিতে পারে না।

চতুর্থত: এখানকার মন্দির-গুলিতে শিব, নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা করা হয়।

পঞ্চমত: এখানকার মন্দিরগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকার ফলে মন্দিরগুলির সস্করণ সঠিক ভাবে হয়নি।

ষষ্ঠত: প্রতিটি মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল বা ব্রজদণ্ড দেখা যায়।

সপ্তমত: এখানকার মন্দিরগুলি সপ্তদশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।

অষ্টমত: মন্দিরগুলি সংরক্ষণ করার সময় লাল, নীল, কমলা, প্রভৃতি রঙ করে দেওয়া হয়েছে।

নবমত: অনেক ফলক অর্ডার দিয়ে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর থেকে কিনে এনে নতুন করে প্রতিস্থাপন করা করা হয়েছে।

দশমত: এখানকার মন্দির টেরাকোটায় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের ফলক দেখা যায়।

একাদশত: এই অঞ্চলে যেসব মন্দিরগুলি আছে সেগুলি বেশিরভাগই নির্মিত হয়েছিল দাসপুরের কারিগরদের দ্বারা।

৭. সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা: পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভারা পশ্চিম মেদিনীপুর টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য বিশ্বের দরবারে সেভাবে সমাদৃত হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্য পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের সহায়তায় এখানকার মন্দিরগুলি খুব সামান্য পরিমাণেই সংরক্ষণ করা হয়েছে **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ৯)**। এছাড়া অনেক মন্দির ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকার ব্যাক্তিগতভাবে অনেক মন্দির সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবে সেটা সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মেনে করা হয় নি। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক মন্দির বর্তমানে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এছাড়া অনেক মন্দিরের ফলক নষ্ট হয়ে গেছে বা চুরি হয়ে গেছে **(দ্রষ্টব্য চিত্র নং: ১০)**। এছাড়া রয়েছে প্রতিটি মন্দিরে যথাযথ বৈদ্যুতিক আলোর অভাব। এর জন্য দরকার সরকারি ও বেসরকারিভাবে সঠিক পদ্ধতি মেনে মন্দিরগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণ। তা যদি না হয় এইসব ঐতিহ্যময় টেরাকোটার মন্দির-স্থাপত্যগুলি ও তাদের গায়ে অলংকৃত টেরাকোটা ফলকগুলি বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর এই অসাধারণ টেরাকোটার অলংকরণগুলিও আর দেখা যাবে না।

চিত্র নং-৫ টেরাকোটা ফলকে রাম রাবণের যুদ্ধ

চিত্র নং- ৬ টেরাকোটা ফলকে কৃষ্ণলীলা

চিত্র নং- ৭ টেরাকোটা ফলকে যুদ্ধযাত্রা

চিত্র নং-৮ টেরাকোটা ফলকে সারেঙ্গী বাদক

চিত্র নং- ৯ মন্দিরসংরক্ষণের চিত্র

চিত্র নং-১০ ভগ্ন টেরাকোটার ফলক

৮.উপসংহার: এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলা যায় যে এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যের গঠনরীতি, অলংকরণ শৈলী ও অলকরণের বিষয় রাঢ় বাংলা তথা পশ্চিম মেদিনীপুরের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য কে এক অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। আর্থ-সামাজিক- সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক মূল্য থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের মন্দির-স্থাপত্যগুলি অবহেলা ও অনাদরে রয়েছে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার তরফ থেকে মন্দিরগুলিকে সংরক্ষণ করার নানান চেষ্টাও করা হচ্ছে। তবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মেনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে না। এখানকার বেশিরভাগ মন্দির ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে থাকার ফলে সংরক্ষণের অসুবিধা হচ্ছে। তবে এর জন্য সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় মানুষ ও পুরাতত্ত্বপ্রেমীদের আরো এগিয়ে আসতে হবে তবেই এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্যগুলি ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষিত থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, প্রণব, *বাংলার মন্দির: স্থাপত্য ও ভাস্কর্য,* মেদিনীপুর:পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ. ৭১ মুদ্রিত ।
২. Ghosh, Pika, *Temple to Love Architecture and Devotion in Seventeenth-Century Bengal,* Bloomington: Indiana University Press, 2005, p. 8, Print.
৩. পূর্বোক্ত ১ নং, পৃ. ৫৭ মুদ্রিত।
৪. পূর্বোক্ত ২ নং, পৃ. ৮ মুদ্রিত।
৫. পূর্বোক্ত ২ নং, পৃ. ৯ মুদ্রিত।
৬.পূর্বোক্ত ১ নং, পৃ. ৩৪ মুদ্রিত।

গ্রন্থপঞ্জী:

আহমেদ, তোফায়েল, *আমাদের প্রাচীন শিল্প* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।
মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকশিল্প: তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত,* কলকাতা: নটনম্কোলকাতা, ২০১১।
মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী ও অন্যান্য, *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির-টেরাকোটা,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৫।
মুখোপাধ্যায়, বসু, শ্রীলা, ও অভ্র বসু, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির আখ্যান ও অলংকরণ,* কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৫।
ভট্টার্চায্, শম্ভু, *পশ্চিমবঙ্গের মন্দির,* কলকাতা: মনন প্রকাশন, ২০০৯।
রায়, প্রণব, *বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য,* মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯৯।
সান্যাল, হিতেশরঞ্জণ, *বাংলার মন্দির,* কলকাতা: কারিগর প্রকাশনী, ২০১৫।
সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমী, ১৯৯৮।
সাঁতরা, তারাপদ, পুরাকীর্তি সমীক্ষা: মেদিনীপুর (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০১৭
Dasgupta, Prodosh, *Temple Terracotta of Bengal*, New Delhi: Crafts Museum, 1971.
Deva, Krishna, *Temples of North India*, New Delhi: National Book Trust, 1986
George, Michell(ed.), *Brick Temples of Bengal*, New Jersey: Princeton University Press, Princeton, 1983.
Ghosh, Pika, Temple to Love Architecture and Devotion in Seventeenth-Century Bengal, Bloomington: Indiana University Press.

তথ্যদাতা:

নির্মল জানা (৪৬), গ্রাম: চাউলি, পো: ঘাটাল, থানা: ঘাটাল, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১১-০৩-২০১৬

লীলাবতী জানা (৭৬), গ্রাম: চাউলি, পো: ঘাটাল, থানা: ঘাটাল, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১১-০৩-২০১৬

নীলরতন জানা (৭৫), গ্রাম: রাণাপুর, পো:নিমতলা, থানা:দাসপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১১-০৩-২০১৬

শশাঙ্ক চক্রবর্তী (৫৮), গ্রাম: লাওদা, পো:দাসপুর, থানা:দাসপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১২-০৩-২০১৬

অলক চক্রবর্তী (৪০), গ্রাম: ডিহি বলিহারপুর, পো:দাসপুর, থানা:দাসপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১২-০৩-২০১৬

সোমা দত্ত (৩৬), গ্রাম: রাধাকান্তপুর, পো: রাধাকান্তপুর, থানা:দাসপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১২-০৩-২০১৬

অনিল ব্যানার্জ্জী, গ্রাম: রাধাকান্তপুর, পো: রাধাকান্তপুর, থানা:দাসপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১২-০৩-২০১৬

সবুজ চক্রবর্তী (৩৫), গ্রাম: যদুপুর, পো: চেতুয়া রাজনগর, থানা:দাসপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১২-০৩-২০১৬

দীনবন্ধু মুখার্জ্জী ৫৮), গ্রাম: দাসপুর, পো: দাসপুর, থানা:দাসপুর, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১২-০৩-২০১৬

অজিত কুমার বিশুই (৫০), গ্রাম: মিত্রসেনপুর, পো: চন্দ্রকোণা, থানা: চন্দ্রকোণা, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১৩-০৩-২০১৬

শম্ভু রূইদাস (৪০), গ্রাম: পুরূষোত্তমপুর, পো: চন্দ্রকোণা, থানা: চন্দ্রকোণা, জেলা: পশ্চিম মেদিনীপুর, ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১৩-০৩-২০১৬